দৈনিক খবর

তারিখ ... 07 JAN 1990
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪

কম্পার্টমেন্টাল ঃ উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ করছে

ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন সুপারিশ করেছেন এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় চিঠি লিখেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত হল-১৯৮৯ সালের জুন-জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল। এবারের ফলাফলে যেভাবে পাসের পরিবর্তে কম্পার্টমেন্টাল দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে তাতে অভিভাবক মহল অত্যন্ত আশংকিত। কারণ কম্পার্টমেন্টাল পদ্ধতিতে যারা পাস করেছে তাদের কোন ডিভিশন থাকবে না, উচ্চ শিক্ষা তথা অনার্স কোর্সে ভর্তির আবেদন করতে পারবে না; এমনকি তারা কর্মক্ষেত্রেও কোন রকম সুযোগ সুবিধা পাবে না। হঠাৎ করে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার পর এই পদ্ধতির ঘোষণা ও প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই অনেক ছাত্র-ছাত্রী কোন পূর্ব পরিকল্পিত সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে নাই। এখানে সচেতন পদক্ষেপ মানে সকল বিষয়ের প্রতি সমান গুরুত্বের কথা বলা হচ্ছে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা মারফত জানা গিয়েছিল এবারে কনডোনেশন নাম্বার দেয়া হবে এবং কম্পার্টমেন্টাল পদ্ধতি চালু করা হবে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় ফলাফল ঘোষণার পর দেখা গেল কনডোনেশন নাম্বার দেয়া হয়নি এবং কম্পার্টমেন্টাল পদ্ধতির চালু করার দায়িত্বহীনতার বোঝা ছাত্র-ছাত্রীদের কাঁধে ছাপানো হয়েছে। এবারের পরীক্ষায় ৬৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী কম্পার্টমেন্টাল পেয়ে নামে মাত্র পাস করেছে। এবারে হঠাৎ করে এমনভাবে পাসের হার কমিয়ে দেয়া হয়েছে যা সর্বসাধারণের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন করে। কিছু বুঝছি না— আমাদের শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কি কম পাস করলে আনন্দিত হন না বেশী পাস করলে? তাদের আনন্দ নিরানন্দ ৬৫ পুনরায় পরীক্ষা দিয়েও ডিভিশন না পায় অথবা অনার্সে ভর্তি কিংবা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে সুযোগ না পায় তাহলে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা না করাই উত্তম অথবা এ নিয়ম চিরতরে উৎপাটন করে ফেলা জরুরী। আমাদের মত দেশে যেখানে সর্বত্র চাকুরীর ক্ষেত্রে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ডিভিশনের জন্য ভাগ্যের চরম হেরফের হয়ে থাকে সেখানে পরীক্ষা নেবার পদ্ধতি, ভাল পরীক্ষকের অভাব দূর করা, শিক্ষাদান পদ্ধতির স্থিতিশীলতা আনয়ন অতীব জরুরী। দেশের প্রচলিত শিক্ষার নিয়ম নীতিকে এক সংস্কারে ত্রুটি মুক্ত করা সম্ভব নয়, যেমনি সম্ভব নয় এক লাফে গাছে উঠা। পরীক্ষার খাতায় নাম্বার দেবার নিজস্ব কোন পদ্ধতি আমাদের বোর্ডসমূহের নেই যার কারণে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন বোর্ডে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ মার্কস্।

দেখা গেছে, কম্পার্টমেন্টালপ্রাপ্ত অনেক ভাল ভাল ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ হারিয়ে হতাশ হয়ে পড়ছে এবং সামাজিক বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছে। তাতে সামাজিক শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হচ্ছে। অস্থিরতা কপমণ্ডুকতা আমাদেরকে গ্রাস করছে অথচ শিক্ষা বিভাগ একটু সচেতন হলে এই বিরাট সামাজিক সর্বনাশের হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আমি কর্তৃপক্ষের সদয় বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী উপস্থাপন করছি।

(১) ছাত্রদের প্রাপ্ত নাম্বার অনুসারে ডিভিশন প্রদান (কম্পার্টমেন্টাল ছাত্র-ছাত্রীদের)।

(২) অনার্সে ভর্তির সুযোগ প্রদান।

— গনবী (নবু),
আহ্বায়ক, জাতীয় তরুণ লেখক সমিতি, কেন্দ্রীয় সংসদ, চট্টগ্রাম-৪০০০।

শিক্ষা ও বিজ্ঞান